"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের এক ফোঁটা হলো নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এই এক ফোঁটাতেই মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ পুরুষার্থের মধ্যে নিজের এবং অন্যদের উন্নতি সমাহিত রয়েছে?

*উত্তরঃ - ১ - স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, এর মধ্যেই নিজের এবং অন্যদের উন্নতিও লুকিয়ে আছে । তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণে বসো ঠিক যেন অন্যদেরও শান্তি প্রদান করে থাকো । ২ - নিজেদের মধ্যে দেহ-অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ ছেড়ে আত্মিক বার্তালাপ করলে উন্নতি হতে থাকবে । তোমাদের মধ্য দিয়েই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাবে সবাইকে শান্তি আর সুখের পথ প্রদর্শন করাবে, ততই পুরস্কার প্রাপ্ত হবে ।

গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । মানুষ ভক্তি মার্গে এই গান গেয়ে এসেছে । তাঁর মহিমা করে এসেছে । মহিমা করেছে পরমপিতা পরমাত্মার । ভক্তি মার্গে অনেক প্রকারের প্রশস্তিও আছে, উৎসবও পালন করে, তারও প্রশস্তি আছে । কোনও মানুষ, সাধু-সন্ত ইত্যাদির মহিমা হতে পারে না । গীতও গায় - তিনি জ্ঞানের সাগর । এই জ্ঞানের এক ফোঁটাও যদি আমরা প্রাপ্ত করি তবে আমরা চলে যাব । কোথায় যাবে? মুক্তি বা জীবনমুক্তি ধামে । মহিমা হতেই থাকে কিন্তু তাঁর মহিমার কথা কেউ জানেনা । তোমরা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জান। দুই জন পিতার তাৎপর্যও তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে -- এক হলেন লৌকিক পিতা, তার কথা স্মরণে এলেই শরীর ধারনকারী পিতার কথাই মনে আসে । আত্মা শরীর প্রদানকারী পিতাকে মনে রাখে কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতাকে ভুলে যায় । এটাই হলো ভুল । আসলে তারা ভুলে যায়নি কিন্তু ভুল এটাই যে তারা বলে আত্মাই পরমাত্মা । এও বলে আমি জীব আত্মা । আমার আত্মাকে বিরক্ত ক'রোনা । বিরক্ত আত্মাই তো হয় তাই না! আত্মা গর্ভজেলে সাজা ভোগ করলে তার শরীরের দ্বারাও সেই দুঃখ অনুভূত হয় । সাক্ষাৎকারও স্থূল রূপে হবে, যখন আত্মা অনুভব করবে শরীরের দ্বারা আমি দুঃখ পাচ্ছি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে সর্ব প্রথম প্র্যাকটিস কর আমি আত্মা । দেহ - অভিমান থাকলেই সম্বন্ধ স্মরণে আসবে -- ইনি কাকা, মামা ইত্যাদি... । শরীর নেই যখন কোনও সম্বন্ধও নেই । এটাই আত্মার জ্ঞান । কাউকে মহান পরমাত্মা থোড়াই বলা যেতে পারে। কেউ শরীর ত্যাগ করে চলে গেলে তার আত্মাকে ডাকা হয় । কোনও অবস্থাতেই তাঁকে পরমাত্মা বলা যায় না । না, পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসেন না। তিনি তো জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে । আত্মা তো পুনর্জন্ম নিতেই থাকে । এটাও এখন বুঝে গেছ যে সর্ব প্রথম আত্মা হচ্ছে দেবী-দেবতাদের, ৮৪ জন্ম ভারতের জন্যই গায়ন আছে । এখন বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর সম্মুখেই বসে আছেন । পতিত -পাবনকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় ।বাবাকেই বলা হয় জ্ঞানেশ্বর । ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টি চক্রের আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান আছে। ঈশ্বর এসেই সৃষ্টি রচনা করেন, কারণ তাঁর মধ্যে রচনার জ্ঞান আছে । রচয়িতা বলা হয় যখন নিশ্চয়ই সৃষ্টি রচনা করেছিলেন, তবেই তো বলা হয় । রচয়িতা বাবাকে বলা হয় । বোন-ভাইকে রচয়িতা বলা হয়না । রচয়িতা সবসময় বাবাকেই বলা হয়ে থাকে । বাচ্চারা জানে আমাদের সামনে এখন বাবা বসে আছেন । হতে পারে কেউ বিলেতে বসে আছে, বলবে বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু স্মরণ তো করবেই, তাই না ! তোমাদেরও স্মরণ করতে হবে, কিন্তু লৌকিক সম্বন্ধদের সংস্পর্শে এসে পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যায় তাই বাবা বলেন উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাকটিস করো । আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা চলি । আত্মার জ্ঞান তো তোমাদের আছে । এটাও জান আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল । এমনটা বলা হয়না যে পরমাত্মারা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল... আত্মা আর পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে ।

এখন বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। মানুষ বলে, তোমার এক বিন্দুও অনেক । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমরা আত্মাদের পিতা। ব্যস্, একেই বলে জ্ঞান । এমন কথা বলার সাহস আর কারও হবে না যে, তোমরা সব আত্মাদের পিতা আমি, যাকে জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন বলা হয় । একথা বলতে আর কেউ আসবে না। বাবাই বলতে পারেন আমি তোমাদের পিতা । প্রকৃতপক্ষেই মহাভারত লড়াই সামনে অপেক্ষা করছে । যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে। সবকিছুই নির্ভর করছে তোমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করছ তার উপর। কারও পক্ষে ছবি দেখে বোঝা মুশকিল যতক্ষণ না টিচার বুঝিয়ে দিচ্ছেন । স্কুলেও তো টিচারই বুঝিয়ে দেন -- এটা ইন্ডিয়া, ওটা লন্ডন । বুঝিয়ে না দিলে বুদ্ধিতে ধারণা হবে না । যদি ম্যাপে শুধু নাম থাকে তবে নামটাই জানবে । কিন্তু কোথায় আছে, কে সেখানে রাজ্য করছে কিছুই জানতে পারবে না ।

এখানেও প্রতিটি জিনিস বোঝানোর আছে । আজকাল তো চমকপ্রদ কিছু প্রদর্শনী হবে তবেই মানুষ আসবে । এখন এখানে যারা আসবে তাদের ভালো করে বোঝাতে হবে । বাচ্চারাই বোঝাবে ইনি জগৎ অম্বা, সবার মনোকামনা পূর্ণ করেন। কল্প বৃক্ষ এর নীচে দেখানো হয়েছে -- কামধেনু বসে আছে । সেইজন্য সাক্ষাৎ করতেও আসবে । জগৎ পিতা আছেন যখন নিশ্চয়ই জগতের মাও থাকবে, কিন্তু জগৎ অম্বা একজনকেই বলা হয়, কেননা কলস মাতাদেরই অর্পণ করা হয়েছে । প্রধান হলেন জগদম্বা এবং সাথে তাঁর সেনাও আছে । তোমরা বাচ্চারা এগজিবিশন করছ যখন ওখানে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বাচ্চা প্রয়োজন । বাবা বুঝিয়ে বলেছেন প্রধান বিষয়ই হলো বাবার পরিচয় দেওয়া । সর্বপ্রথম ওদের বোঝাও যে বাবা হলেন দু'জন । একজন তোমাদের লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতার কাছ থেকে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে জাগতিক সম্পদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছো, এখন অসীমিত উত্তরাধিকার গ্রহণ করো।

অনেক সময় চলে গেছে অল্প বাকি আছে । বিকর্মের বোঝা মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে । যোগ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হতে পারে । এ কোনও মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় । এখনও পর্যন্ত কিছু না কিছু হিসেব-নিকেশ বাকি আছে তবেই তো এখনও ভুগতে হচ্ছে । কত পরিশ্রম করতে হবে। যদি দেহী -অভিমানী হতে পার তবে অনেক বিকর্ম বিনাশ করতে পারবে । মুশকিল তাই না ! এটাই তোমরা ঢাক -ঢোল পিটিয়ে প্রচার করো যাতে পরে কেউ দোষারোপ করতে না পারে । তোমরা বলতে পারবে আমরা তো ঢাক-ঢোল বাজিয়েছি, সংবাদপত্রেও প্রচার করেছি । যতটা সম্ভব সবার নিমন্ত্রণ পাওয়া উচিত । বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ করো । অনেক নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করো । সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দিল্লিতেই হতে পারে । দিল্লি হলো সারা ভারতের রাজধানী । ওখানে সব সংবাদপত্রের এজেন্টরা থাকে । সংবাদপত্র দ্বারাও প্রচার করতে হবে । লৌকিক বাবার কাছ থেকে জন্ম -জন্মান্তর ধরে উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো, এখন আবার পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে বর্সা গ্রহণ করো । ওদের বলো যে বৈকুন্ঠকে তোমরা স্মরণ করো সেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করার জন্য বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । প্রতিটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার কর -- শিববাবার বার্থ প্লেস হলো ভারত । সবাইকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র বাবা। সুতরাং সবচেয়ে বড়ো তীর্থ পরমপিতা পরমাত্মা পতিত - পাবনের হলো তাই না ! কিন্তু এটা কেউ জানে না । ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম, বুদ্ধ প্রত্যেকেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিম জন্মে আছে । ক্রিশ্চিয়ান মানুষ নিজেরাই বলে ক্রাইস্ট এখানেই অন্য রূপে আছে । ক্রিশ্চিয়ানরাও সৃষ্টিরূপী বৃক্ষকে মানে। নয়তো এত আত্মা কোথা থেকে আসে । নিশ্চয়ই সেকশন আছে যেখান থেকে আসে । হিস্ট্রির পুনরাবৃত্তি অবশ্যই হবে। এই বৃক্ষ বড়ো সুন্দর কিন্তু এর মূল্য বাচ্চাদের কাছে নম্বর অনুসারে আছে ।

বাচ্চারা অন্যদের বোঝানোর জন্য প্রদর্শনী ইত্যাদি করে থাকে । এখানে কোনও আর্টের শো করা উচিত নয় । আর্ট গ্যালারিতে তো ব্যর্থ চিত্র প্রদর্শিত হয় । মনে করে এটাই আর্ট । দেবতাদের পাতলা কোমর ইত্যাদি কেমন কেমন সব চিত্র তৈরি করে। ওখানে (সত্য যুগ) তো দেবতাদের ন্যাচারাল সৌন্দর্য থাকে। এই সময় তো ৫ তত্ত্বই তমোপ্রধান । সত্য যুগে ৫ তত্ত্বই সতোপ্রধান থাকে । কৃষ্ণ ফর্সা আবার শ্যাম বলে গায়ন আছে । ওখানে শরীরের জন্য কিছুই করার প্রয়োজন পড়ে না । এখানে দেখো কতো যত্ন নিতে হয় । ওখানে বৃদ্ধ বয়সেও দাঁত ইত্যাদি সব মজবুত থাকে । যখন দাঁত ভেঙে যায় তখন বিকৃত লাগে । ওখানে তো ফার্স্টক্লাস ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে । প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু কেউ হয়না । এখানে দেখো তো কত প্রতিবন্ধী, পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করে । তোমরা এমনই একটা পরিস্তানের মালিক হতে যাচ্ছো । একজন মুসাফির এসেই পরিস্তানে নিয়ে যান । তোমরা মুসাফির এখানে পার্ট বাজাতে বাজাতে পতিত হয়ে যাও, আত্মাও কালো হয়ে যায় । বাবা তো চির সুন্দর, তাই তাঁর মধ্যে কোনও খাদ পড়েনা । আমি তো খাঁটি শোনা, তাই সবাই আমাকে ডাকে । চির পবিত্র যে তাঁকেই ডেকে বলে -- বাবা এসো, আমাকেও তোমার মতো করে গড়ে তোলো । তোমরা চির পবিত্র তো হতে পারবে না । সতোপ্রধানের মধ্যে সবাইকেই আসতে হবে, কিন্তু নম্বর অনুসারে । নাটকে কুশীলবরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে । কেউ হিরো-হিরোইনের পার্ট করে আর তারা উপার্জনও বেশি করে । এখন তো গভর্নমেন্টও উপার্জনের উপর ট্যাক্স বসায় । বলা হয় : কারো সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে কারো সম্পদ সরকার নিয়ে নেবে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের নামে ব্যবহৃত অর্থই উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার হবে, কেননা যে বাবার সহযোগী হবে সে-ই সেফ থাকবে । তোমাদের তো ওখানে প্রচুর সম্পদ থাকবে । কত সোনা, হীরে জহরত ইত্যাদি থাকবে । কিন্তু তোমাদের সেসবের প্রতি কোনও উদ্বেগ থাকবে না । থোড়াই তোমাদের কাছ থেকে কেউ লুট করে নিয়ে যাবে? হীরে, সোনা ইত্যাদির নতুন-নতুন খনি পাবে । হীরে পাথরের মতো পথে পড়ে থাকবে । সব তোমরা পাবে । যেমন ইটের বাড়ি তৈরি হয়, ওখানে তেমনই সোনার মহল তৈরি হবে। ধনবান প্রজারাও সোনার মহল তৈরি করবে । যিনি দাতা তিনিও সোনার মহল তৈরি করবেন । বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলেন। তিনি কখনওই এমন বলেন না যে না খেতে পেয়ে মরে যাও । সন্তানাদি ঘর, পরিবারকেও সামলাতে হবে, তাদের দুঃখ

দিওনা । না খাইয়ে মেরে ফেলোনা । দয়াশীল হতে হবে । মানুষ কত দুঃখী । তোমরা জান যখন দুর্ভিক্ষ হবে কত মানুষ দুঃখী হয়ে পড়বে । ত্রাহি-ত্রাহি করবে, তারপরই জয়জয়কার হবে । সব আত্মারা তখন সুখ ভোগ করবে । বাবা হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা । সুখ হলো দুই প্রকার -- এক শান্তিধামে থাকা আর অপরটি হলো সুখধামে থাকা । সুখধামে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি। যখন মানুষ দুঃখী হয়ে পড়ে, আমার পার্টও ঐ সময় শুরু হয়, তাই আমার নাম দুখ হর্তা, সুখ কর্তা, সবার শান্তি দাতা, সুখদাতা ।

তোমরা জানো যে বাবার সাথে সহযোগী হয়ে আমরাও সবাইকে শান্তি প্রদান করি । যত স্মরণে থাকবে ততই অন্যদের দান করতে পারবে । নলেজ দেওয়াই হয় সুখের জন্য। সুতরাং বাচ্চাদেরই মাতা-পিতাকে নিজের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাতে পারবে, সুখ শান্তির মার্গ অনেককে বলে দিতে পারবে ততই পুরস্কার প্রাপ্তি হবে । বাবা তোমাদের কত নতুন দুনিয়ার নতুন নতুন কথা শোনান । পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া দুটোরই সাক্ষাৎকার করান । বাবা আরও সাক্ষাৎকার করাবেন কিন্তু যারা বাবার প্রকৃত বাচ্চা হবে । স্বচ্ছ পবিত্র বাচ্চারাই ঈশ্বরের প্রিয় হয় । তোমরা অনেক কিছু দেখবে যেমন শুরুতে দেখিয়েছিলাম, আবার শেষেও দেখবে । কত রকমের প্রোগ্রাম তোমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছিলে । তোমরা কত সুন্দর সুসজ্জিত ছিলে, মুকুট পরিহিত ছিলে । আবারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেসব দেখবে । বলা হয়ে থাকে শিকারি প্রার্থনা করে হত্যা করে সুখ পাওয়ার জন্য । সেই সময় পার্টিশন মৃত্যুর প্রার্থনা ছিল । তোমাদের কোনও ব্যাপারে কোনও উদ্বেগ ছিল না । তোমরা তো যেন জীবিত থেকেও মৃত ছিলে । তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা পরিশ্রম করো, পুরুষার্থ করো যে আমরা আত্মা । একে অপরের সাথে আত্মিক স্থিতিতে কথাবার্তা বল । দেহ - অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ শেষ । যারা আশ্চর্যজনক ভাবে পলায়ন করবে তারা এইসব দেখবে না । অতীত তোমরা দেখেছ আর নতুন যা কিছু হবে তাও তোমরা দেখতে পাবে । সুতরাং পরিশ্রম করো । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা খুব স্নেহ করেন । আদরের বাচ্চারা কতো ভালবাসা পায় । যে ভালো সার্ভিস করবে সে বাবার ভালবাসাও পাবে উচ্চ পদও প্রাপ্তি হবে । ভুলে যেওনা । আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন । স্বর্গের উত্তরাধিকারী করে তুলছেন । দৈবী গুণ সম্পন্ন হতে হবে । আগে তো সবার মধ্যেই আসুরি গুণ ছিল । এখন বাবা সামনে এসে বসেছেন, যাঁর কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্ত হয় ,ওঁনার প্রতিই ভালবাসা থাকা উচিত । দালালের প্রতি নয় । দালাল তো থাকে মাঝখানে । তোমাদের চুক্তি তো একজনের সাথেই । সুতরাং বাবাকে স্মরণ করো । দেহ - অভিমানকে ত্যাগ করো । আমার এক বাবা, দ্বিতীয় আর কোনও দেহধারী যেন স্মরণে না আসে । এখানে বাবা এসেছেন পুরানো বুটে (জুতো) । বাবা বলেন আমি এই বুট লোন নিয়েছি । কল্প পূর্বে এই কথা বলেছিলাম, এখনও আবার বলছি । আজকের দিনেই তোমাদের বুঝিয়েছিলাম আবারও বোঝাচ্ছি । বোঝার জন্য কত বড় বুদ্ধির প্রয়োজন । লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম নম্বর হয়েছেন, নিশ্চয়ই ভালো প্রালব্ধ প্রাপ্তি করেছিলেন । এ হলো গডফাদারের মুক্তিসেনা। সারা দুনিয়াকে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদানকারী মুক্তিসেনা । সবার সদ্গতি দাতা হলেন রাম । সমগ্র বিশ্বকেই মুক্তি দিতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সাথে সমগ্র বিশ্বকে শান্তির দান দিতে হবে । বাবার মতো দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা হতে হবে ।

২) এক বাবার প্রতিই সম্পূর্ণ ভালোবাসা রাখতে হবে । নিজেদের মধ্যে দেহ-অভিমানের বার্তালাপ করা উচিত নয় । আত্মিক বার্তালাপ করতে হবে ।

বরদানঃ- সাহসের সঙ্কল্পের দ্বারা মায়াকে ভীরু বানিয়ে দেওয়া সাহসী আত্মা ভব

যে বাচ্চারা এক বল এক ভরসায় থাকে, সাহসের সঙ্কল্প করে যে আমাকে বিজয়ী হতেই হবে, তো সেই সাহসী বাচ্চাদের বাবার সাহায্য সবসময় অনুভব হয়। সাহসিকতার জন্য সাহায্যের পাত্র হয়ে যায়। সাহসের সঙ্কল্পের সামনে মায়া সাহসহীন হয়ে যায়। যে দুর্বল সঙ্কল্প করে যে কি জানি হবে কি হবে না, আমি করতে পারব কিনা, এমন সঙ্কল্পই মায়াকে আহ্বান করে। সেইজন্যই সবসময় উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পন্ন সাহসী সঙ্কল্প করো, তবেই বলা হবে সাহসী আত্মা।

স্লোগানঃ- নির্মাণচিত্তের সিংহাসনে বসে, দায়িত্বের মুকুট ধারণ করাই হলো শ্রেষ্ঠত্ব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;